

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন স্ট্রিক্টিভ

স্বক্ৰমে ছাপা, পরিষ্কার ব্রক ও সুন্দর ডিজাইন



৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জমিদার সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক

ডিজাইনের

= বিয়ের =

কার্ড

পণ্ডিত-প্রমো পাবেন।

৫৭শ বর্ষ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৭ ইং 17th June. 1970 { ৫ম সংখ্যা



সকল ঘরের তরে...

দীপঙ্কর

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বায়ায় আনন্দ

এই কেরোসিন ফুকারটির বিভিন্ন
রকমের তীতি ব্র করে রতন-প্রীতি
এনে দিয়েছে।
স্বাস্থ্যের সময়েও বাপনি ক্রিমের সুখ
পাবেন। কয়লা তেও উন্নয়ন

ব্রিগন নেই, কবায়কর বেয়া
একটি করে করে ক্রম ৩-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০

- ধূলা, ধোঁয়া বা বজাটহীন।
- স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তা।
- যে কোনো অংশ সহজসাধ্য।



খাস জনতা

কে বো সিন ফুকার

১৯৩৩ সাল ১০ মাস ১০ দিন

১৯৩৩ সাল ১০ মাস ১০ দিন

বাজার অপেক্ষা সুবিধায় সর্বপ্রকার
'বেবীফুড' পাওয়া যায়

কর্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটা, মুর্শিদাবাদ



স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ভাগ্যে বুড়ো বেঁচে আছে,
তাইতো মিলছে শাক আর ভাত।
বুড়ো মরলে কি হ'বে মোর
ভাবতে হয় যে শিরে বজ্রাঘাত!
—দাদাঠাকুর

সক্রেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।



জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

বিস্ময়ের কি আছে?

বাক প্রধান এই মূল্যকে কাজের চেয়ে শব্দের আড়ম্বরই প্রধান। এ আই সি সি-র (নব) সাম্প্রতিক অধিবেশনে ইহা দেখা গিয়াছে। এই অধিবেশনে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার নবদফার রফার একটি আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর এস এস ও জামাত-ই-ইসলামীকে নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাবে সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম সরকারকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার কথা বলিয়াছেন। আর এস এসকে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তেমনি কেহ বলেন জামাত-ই-ইসলামী তীব্র মাত্রায় সাম্প্রদায়িক। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রে এই দুই দলের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে অহিতকর। আলোচনা ও পান্টা আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই দুই সাম্প্রদায়িক সংস্থার স্থান আছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন; প্রয়োজন সহযোগিতার দেশের অপরাপর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির সাহায্যে এই বিষয়ে দূর করা যায়। বুঝা গেল, এগুলি ধোঁয়াশা মাত্র। অপরদিকে প্রধান মন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে দেশের সকল স্তরের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন দাবী করিয়া বলিয়াছেন যে, কার্যকর উপায়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা বলা যায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি অথবা বাগাড়ম্বরের ধার ধারে না। চলিত কথায় বলা যায় তাহাদের কাজ 'চাঁচাছোলা'। তাহাদের নীতির একটা সুস্পষ্ট কার্যক্রম আছে। আমাদের আছে ঘোলা ঘোলা নীতি। এখানে কেবল কথার জালবোনা আর ভাষার ছটা প্রকাশ।

মূল রহস্য অল্পত। সরকারের গদীর ভাবনা প্রবল। কেমন করিয়া টিকিয়া থাকি যায় এই ধ্যান ধারণা আজকাল প্রধান। দেশের মানুষের কি হাল হইল তাহা দেখিবার এনাঙ্গি থাকিবে কি প্রকারে? কালোবাজারীদের রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইবার কথা যেমন ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কার্যকরী হইলে প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইত যে, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের অস্থিগুলি আজ মাটিতে পরিণত হইত। কিন্তু ওই পবিত্র (?) ঘোষণার পর হইতে দেশে এই সব বিষয়বাদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। সুতরাং বাকপটু সরকারের হিম্মৎ দেখা গিয়াছে। এ সরকার গদী চিনিতে জানেন, দেশের তথা মানুষের হাল কি হইল তাহা জানার কথা নয়। কাহার কথাই বা বলি? ভারতের অকংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে কেহ কি উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সন্ধান পাইবেন? সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন নেতাই জনগণের মনে আশা, উৎসাহ ও আস্থার সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না। কেহ মন্ত্রী, কেহ এম, পি,—যিনি যে পদেই থাকুন, ওই পর্যন্ত; দলকে টিকাইয়া রাখা এবং স্বপদে বহাল থাকার জন্ত যত রকমে সম্ভব, গাঁটছড়া বাঁধার প্রচেষ্টা।

কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব কতদিন? ঘোর এক 'কেওসে'র মধ্য দিয়া যদি নূতন কোন রাজনৈতিক শক্তি জাগে অথবা কোন বৈপ্লবিক পথসন্ধান মিলিয়া যায় তবে আর একটি রেণেসাঁর সূচনা হইবে। বর্তমান প্রশাসনে বিরাট ব্যর্থতা আগেই বুঝা গিয়াছিল। যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার সুস্পষ্ট নীতি নাই, যেখানে সহাবস্থান, পঞ্চনীলের নীতি কেবল অপকর্মেরই যোগান দেয়, সেখানে আর কি চাহিবার আছে? ব্যাক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে জল ঘোলা হইল, তাহার আপাত ফলশ্রুতিস্বরূপ সেন্ট্রাল ব্যাক অফ ইণ্ডিয়ার প্রায় আড়াই কোটি টাকা গলিয়া গিয়াছে বলিয়া

কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের খবরে জানা যায়। আর এই জন্ত আক্কেল সেলামী দিতে হইবে আমাদেরকেই। দিল্লীস্থ বিড়লাভবন মহাত্মা গান্ধীর পুত্ৰস্মৃতিবিজড়িত। বাড়িখানি সরকারকে দান করা হইল। বিড়লারা মহাত্মভব। তাঁহারা প্রতিদান গ্রহণ করিতে পারেন। দিল্লীর চৌদ্দ বিঘা জমি যাহার দাম ঐ দান করা পুরাতন বাড়ির চেয়ে বেশি, তাহাদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই বাড়িটি সরকারী খরচায় মেরামত হইবে। আজকাল দানের সঙ্গে প্রতিদানের প্রশ্ন থাকে!

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রতিদিনই কর্মীদের কিছু না কিছু মশুবুলি ও উপদেশামৃত শ্রবণ করিতেছেন। বাগাড়ম্বরে দিকভ্রান্ত হইয়া পড়ার উপক্রম। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী বৎসর ধরিয়া এই দেশে চলিয়াছে কেবল রাজনৈতিক ভণ্ডামী; গণতন্ত্রের দোহাইয়ে ফাঁকা বুলি ঝাড়া আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থ প্রয়াস। রাজনীতি কালিমালিপ্ত। জনজীবন অনিশ্চিত। বেকারত্ব ক্রমবর্দ্ধমান; খাদ্যসমস্যার সমাধান পঙ্গু। শুধু অশান্তি আর অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় ঘটনাস্রোত এক নিশ্চিত পরিবর্তনের দিকে আগাইয়া গেলে এবং নূতনের সূচনা দেখা দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

এমনই ভাবেই পরীক্ষা

চলছে—চলবে

মুর্শিদাবাদ জেলাতে বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষা পার্টের জোরে, গায়ের তাগদে, পটকাবাজীর মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। জেলার অনেক কলেজের অধ্যাপকেরা পরীক্ষা-গৃহ বর্জন করেছেন। এবারে অশিক্ষকদের দিয়ে ইনভিজিলেশনের কাজ চালান হচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তিন/চারখানা বই সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। সামনের ডেস্কে বই রেখে যে যত বই দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে তারই চেষ্ঠায় পরীক্ষার্থীরা বন্ধপরিষ্কার। পরীক্ষার এই হাল দেখে শহরের নানা লোকের নানা কথা—কেও বলেন, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে এই রকম পরীক্ষা (প্রহমন) দেখিনি। আবার কেও বলেন, এটা পরীক্ষা না বই-এর পাতা দেখে অল্প-

লিপির (copy) প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। অত্র-
দিকে ইনভিজিলেটর তাঁরা আছেন তাঁরা চাতকের
ত্রায় সামান্য কিছু প্রত্যাশায় আকাশের পানে
তাকিয়ে কিংবা কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে
দায়িত্ব পালন করছেন আর ভাবছেন কতক্ষণে
ঘণ্টায় তিনটে শব্দ পরবে। তাঁরা সংউপায়ে
উপার্জনের পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরবেন।

তবে এই কী পরীক্ষা? আর এই কী ইনভিজি-
লেশন দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নিষ্ঠা ও কর্তব্যজ্ঞান না
সামান্য কিছু প্রাপ্তি যোগের লালসাজনিত বৈরাগ্য?

পৌরকর্মীদের ধর্মঘট

১৭ই জুন বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার
কর্মীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার সূত্রে মৌমাংসার
দাবীতে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন। জঙ্গিপুৰ
পৌরকর্মীরাও এই ধর্মঘটে সাড়া দেন। এইদিন
সকালের দিকে জঙ্গিপুৰ পৌরকর্মীরা একত্রে সমবেত
হন। সমবেত কর্মীদের এক শোভাযাত্রা সারা
শহর প্রদক্ষিণ করে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল
ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশন এই ধর্মঘটের ডাক দেন।
ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্মঘটের ফলে পৌরসভা
অঞ্চলগুলিতে নর্দমা, খাটাপায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কার
হয়নি। এই অবস্থায় অনেক পৌরবাসীদের জীবন-
যাপন করা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

হৃদয়বিদারক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন
দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান পুলক লঙনে
এক-আর-সি-এস পড়িতেছিল। হঠাৎ হৃদরোগে
আক্রান্ত হইয়া ১৬ই জুন তথায় পরলোকগমন
করিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যে তাহার দেশে ফিরিবার
সম্ভাবনা ছিল। এই নিদারুণ সংবাদে পরিচিত
সকলেই ব্যথিত। পুত্রহারা জনক-জননাকে সাঙ্ঘনা
দিবার ভাষা নাই। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিজন-
বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত
আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ছাত্রপরিষদ কর্মীদের উপর সি, পি, এম-এর আক্রমণ

গত ১৩ই জুন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের ডাকে
কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক
ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হয়। ধাওয়ানের সি, পি,
এম-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার জন্তে তার
পদত্যাগ ও বর্ধমান পুনরায় ছাত্রপরিষদ নেতা
গুণমণি রায় সি, পি, এম কর্তৃক নিহত হওয়ার
প্রতিবাদে এই সভা পরবর্তী কার্যসূচী গ্রহণ করতে
ডাকা হয়েছিল। সভার শেষে পূর্ববোধিত কর্মসূচী
অনুযায়ী রাজভবনের সামনে (উত্তর দরজায়)
অনশন করার কথা ছিল বলে বিভিন্ন স্থান থেকে
প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র রাজভবনে আসেন সভা-
পতি প্রিয় দাসমুন্সীর ভাষণরত অবস্থায় হঠাৎ ১২ই
জুলাই ক'মটি বলে বর্ণিত ও সি, পি, এম-এর গুণ্ডার
হুঁজন ছাত্রকে সভার পেছন থেকে তুলে নিতে চেষ্টা
করলে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। বোমা, বোতল, পাথরকে
অগ্রাহ্য করে প্রিয় দাসমুন্সি ও সূত্রত মুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি নেতারা পতাকা হাতে মাইকে সকলকে
নিরস্ত হতে আবেদন জানান, ইতিমধ্যে জনদশেক
আহত হন।

দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে যায় ও সভার কাজ .যথারীতি
চলে। কিন্তু রক্তপাত হওয়াতে অনশন স্থগিত
রেখে আগামী মঙ্গলবার ঐ স্থানেই হবে বলে ঘোষণা
করা হয়। পুলিশ প্রায় মিনিট কুড়ি নিষ্ক্রিয় ছিল।
ছাত্ররা “ধাওয়ান যেখানে, প্রতিবাদ সেখানে,”
“হামলাকারী দূর হটো,” “সুভাববাদ-গান্ধীবাদ
জিন্দাবাদ” ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে সভার কাজ শেষ
করেন। কেউ গ্রেপ্তার হননি। প্রত্যক্ষদর্শীর
বিবরণে আরও জানা যায় যে, সি, পি, এম কয়েক-
জন নিরীহ পথচারীকেও ছাত্রপরিষদ কর্মী ভেবে
লাঞ্ছিত করে ও কলুটোলার একটি সোডা-লেমনেডের
দোকান লুঠ হয়। আনন্দ বাজারে প্রিয় দাসমুন্সী
ও সূত্রত মুখোপাধ্যায় আহত হয়েছেন বলা হয়েছে
এখন ঠিক নয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে
ও প্রিয় দাসমুন্সী, সূত্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ
ব্যানার্জীকে গুণ্ডাগোল খাম্বার জন্তে দারুণ ব্যস্ত
দেখা গিয়েছিল। তাঁদের চেষ্টাতেই সভা পণ্ড করার
উদ্দেশ্য হুঙ্কতকারীদের সফল হতে পারেনি বলে
প্রকাশ।

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে বার বছর পূর্বে পূজনীয় পিতৃদেব
স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় ‘জঙ্গিপুৰ সংবাদে’
“কংগ্রেস ও পশ্চিম বাংলা” শিরোনাম দিয়ে একটি
প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা তারই কিছুটা অংশ
প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক

নাগপুর অভয়ঙ্কর নগরে পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও সম্পাদক
শ্রীবিজয় সিং নাহার ছাড়া অত্র কোন নামজাদা
কংগ্রেস সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় নাই।
হুন জহর চুক্তিতে সংবিধান অগ্রাহ্য করিয়া বেক-
বাড়ী পরগণা পাকিস্থানকে অর্পণে পশ্চিম বঙ্গ
বিধান মণ্ডলীতে এ অর্পণকার্য জহরলালের অধিকার
নাই বলিয়া একবাক্যে সকল মন্ত্রদায়ের সকল
সদস্য মত প্রকাশ করিয়া ‘প্রাইম’ মিনিষ্টারের
উপর “ক্রাইম” আরোপ করায় টাটকা টাটকা
লজ্জা বোধ করিয়া ওয়াকিং কমিটির সদস্য ডাঃ রায়ও
অনুপস্থিত। তবে বেকবাড়ীর সঙ্ঘে শ্রীবিজয় সিং
নাহার দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে পাকিস্তানের উপর
খুব উদারভাবাপন্ন তাহা ব্যক্ত করেন মধ্যপ্রদেশের
প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী, উত্তর প্রদেশের শ্রীআলগুন্ডরায়
শাস্ত্রী তাহা উল্লেখ করিয়া নেহরুজী যে হুন পত্নীর
এক পাটি চটি জুতা পা হইতে খুলিয়া পড়িলে তাহাও
স্বহস্তে তুলিয়া দিতেও অপমান বোধ করেন নাই।
প্রকাশ্য সভায় এই কথা নেহাৎ অশোভন বলিয়া
মনে হয়।

ভারতের মহাসমিতিতে এবিধ আগে তো
হইয়াছে। তার উপর কোন কোন প্রদেশের
সদস্য সাজিয়া কত পকেট কাটা কত লোকের কত
সদস্যের কত জিনিষ চুরি করিয়াছে। রাজনীতিক
এই মহাসমিতিতে টাকা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে
ফিল্ম তারকা আমদানী করিয়া লোক আমদানী
করায় গোলমাল খাম্বাইতে পুলিশকে লাঠি চালাইয়া
লোকজনকে লাঠিপেটা করিতে হইয়াছে।

গান্ধীজী কংগ্রেসের অবমান সময়ে যে হাঙ্গ
পরিহাস করিয়া বলিতেন—“আমাদের ফিলিপ্সের
সার্কাস শেষ হইল”। হায়! আজ তিনি ধরাধামে
নাই থাকিলে এখন কি বলিতেন তাহা শোনা
গেল না। এই ভাবে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির
অধিবেশন শেষ হইল।

থোকৰ জন্মের পর:

আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ভাঙার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বলেন—“শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে। কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বলেন—“ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,



হুঁদিয়েই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।” রোজ হুঁবার ক’রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জ্বাকুসুম তেল মালিশ শুরু ক’রলাম। হুঁদিয়েই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল’।

জ্বাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জ্বাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২



KALPANA, J.K. 84.8

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীমতী গোপাল সেন, কবিরাজ

অম্লপূর্ণা ফার্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিজ্ঞানায়ুর্ষ
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ,
ব্ল্যাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত**
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়ত,
গ্রাম পঞ্চায়ত, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ,
কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-
অপারেটিভ রুয়াল সোসাইটি,
ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও
রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে
ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: ‘আর্ট ইউনিয়ন’ কলি:
সেলস অফিস ও শো রুম
৮০১২৫, এম প্লট, কলিকাতা-৩
ফোন: ৫৫-৪৩৩৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও
হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেয়ামতের জন্ত
আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে
পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবনের
পামারি

চুলকুনি ও সর্কপ্রকার চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরাজ, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুৰ সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সড়াক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার
প্রতি সেক্টিমিটার ১'৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ব পৃষ্ঠা ৮০'০০
টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৪৫'০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫'০০ টাকা।
চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের
জন্ত পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার বিজ্ঞান।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)